দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৫

005

নড়াইল : পৌরসভাধীন ভাওয়াখালী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবন। ১৫ বছরেও বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করা হয়নি। ---সংবাদ

জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গৃহ !! শিক্ষক ও আসবাবপত্রের অভাব !! ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে

॥ এনামুল কবীর টুকু ॥

নড়াইল, ১৭ই মার্চ।---শিক্ষক স্বল্পতাসহ নড়াইল জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দীর্ঘদিন যাবৎ নানা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

জেলার ৩টি উপজেলায় মোট ৩শ' ৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ২শ' ৮১টি, রেজিষ্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৯টি এবং রেজিষ্ট্রি নেই এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫টি।

সম্প্রতি এক জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, জেলার প্রায় ১শ'টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সকল বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চরম দুরবস্থা বিরাজ করছে। এর মধ্যে কালিয়া উপজেলার প্রায় ৪০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৩টি রেজিষ্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি রেজিষ্ট্রি না করা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লোহাগড়া উপজেলার ৩০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সদর উপজেলার ৩৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ২২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনটিতে চালা নেই, কোনটিতে বেড়া নেই। প্রতিটি বিদ্যালয়েই চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চসহ অন্যান্য আসবাব পত্রের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ছাড়া ইট ও মাদুর বিছিয়ে ছাত্রদের ক্লাশ করতে হচ্ছে অনেক সরকারী বিদ্যালয়ে।

নড়াইল জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার, শিক্ষক আছেন মাত্র ১ হাজার ২শ' ৩ জন। কিন্তু সরকারী নিয়মানুযায়ী প্রতি ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক থাকার কথা এবং সে অনুপাতে শিক্ষক প্রয়োজন ৩ হাজার ১শ' জন। সরকারী নিয়মানুযায়ী প্রায় ১ হাজার ৯শ' জন শিক্ষকের অভাব রয়েছে এখনো। ফলে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা ব্যাহত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের একটি সূত্র থেকে জানা যায়, জাতীয় সম্মিলিত বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৩টি উপজেলার মোট ২৪টি বিদ্যালয়ের নতুন গৃহ নির্মাণ, ১২টি বিদ্যালয়ে বড় ধরনের মেরামত এবং ১২টি বিদ্যালয়ে স্বল্প মেরামতের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পৌর এলাকার ২টি দ্বিতল ভবন বিদ্যালয় গৃহ নতুন নির্মাণ করা হবে। এজন্য মোট ১২ লাখ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গৃহীত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সদর উপজেলায় মাত্র ১টি বিদ্যালয় গৃহ এবং কালিয়া ও লোহাগড়া উপজেলায় ৪টি করে বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের জন্য টেণ্ডার করা হয়েছে। এ ছাড়া গত ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে বিশেষ প্রকল্পের আওতায় যে সকল বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা এখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি।